



107701 - নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

প্রশ্ন

নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত ক'কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উসুলুল ফকিহ এর পরভিষায় শর্ত হলো: “যার শূন্যতা শূন্যতাকে আবশ্যিক করে; কনিতু যার অসত্বে অসত্বে আবশ্যিক করে না।” তাই নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তগুলো হলো: যগুলো ওপর নামায শুদ্ধ হওয়া নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি এই শর্তগুলোর কোন একটি বাদ পড়ে তাহলে নামায সহি নয়। সগুলো হচ্ছো:

প্রথম শর্ত: নামাযের ওয়াক্ত বা সময় হওয়া। এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আলমেদরে ইজমার ভিত্তিতে ওয়াক্ত প্রবশে পূর্বে নামায আদায় করা সহি নয়। যহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “নির্ধারণিত সময়ে সালাত কায়মে করা মুমনিদের উপর অবশ্য কর্তব্য।” [সূরা নসি, আয়াত: ১০৩]

কুরআনে কারীমে নামাযের সময়সূচী এজমালভাবে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: **أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ** “সূর্য হলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়মে করুন এবং (কায়মে করুন) ফজরের কুরআন (সালাত)। নশিচয় ফজরের কুরআন (সালাত) উপস্থিতির সময়।” [সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৭৮] আয়াতে কারীমাতে **لِدُلُوكِ الشَّمْسِ** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছো- সূর্য মধ্যাকাশ থেকে হলে পড়া। আর **إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছো- মধ্যরাত হওয়া। মধ্যাহ্ন থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত সময়টুকু যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা-এ চার ওয়াক্ত নামাযের সময়কে অন্তর্ভুক্ত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সুন্নাহতে বস্তারতিভাবে এ সময়সূচী বর্ণনা করেছেন। ইতিপূর্বে 9940 নং প্রশ্নোত্তরে সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় শর্ত: সতর ঢাকা। যে ব্যক্তি নামায পড়লে; অথচ তার সতর উন্মুক্ত তার নামায সহি নয়। যহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে বনী আদম! প্রত্যেকে সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক গ্রহণ কর।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ৩১]

ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) বলেন: যে ব্যক্তি নিজেকে আচ্ছাদিত করার মত পোশাক সংগ্রহের সাধ্য থাকা সত্ত্বেও পোশাক ত্যাগ করে উল্গু হয়ে নামায পড়ছে; তার নামায বাতলি মর্মে আলমেদরে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। [সমাপ্ত]



নামাযীর সতররে স্তরভদে রয়ছে:

১। লঘু সতর: এটি হচ্ছ সাত বছর থেকে দশ বছর বয়সী পুরুষের সতর। তার সতর হচ্ছ লজ্জাস্থানদ্বয়: সামনের লজ্জাস্থান ও পছনের লজ্জাস্থান।

২। মধ্যম সতর: দশ বছর ও তদূর্ধ্ব বছর বয়সীর সতর: নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানটুকু।

৩। গুরু সতর: প্রাপ্ত বয়স্ক স্বাধীন নারীর নামাযের সতর: কবেল চহোরা ও হাতের কব্জদ্বয় ছাড়া নারীর গোটো দহে। আর পাদ্বয় প্রকাশ হওয়ার ব্যাপারে আলমেদরে মতভদে রয়ছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর: পবত্রিতা। পবত্রিতা দুই প্রকার: হাদাছ (নাপাক অবস্থা) থেকে পবত্রিতা এবং নাজাস (নাপাক বস্তু) থেকে পবত্রিতা।

১। গুরু হাদাছ ও লঘু হাদাছ থেকে পবত্রিতা। যহে ব্যক্তি হাদাছগ্রস্ত (যহে ব্যক্তির ওয়ু নহে) অবস্থায় নামায পড়হে আলমেদরে ইজমার ভিত্তিতে তার নামায সঠিক নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে যহে, তিনি বলনে: “তোমাদরে কারো ওয়ু ভঙ্গ হলে; ওয়ু না-করা অবধি আল্লাহ্ তার নামায কবুল করনে না।” [সহহি বুখারী (৬৯৫৪)]

২। নাজাস থেকে পবত্রিতা। যহে ব্যক্তি জিনেশুনে, স্মরণ থাকা অবস্থায় কোন নাপাকি নিয়ে নামায পড়হে তার নামায সহহি নয়। নামাযীর জন্য তিনি স্থানরে নাপাকি দূর করা আবশ্যিক:

প্রথম স্থান: নজি দহে। তাই নামাযীর দহে কোন নাপাকি থাকতে পারবে না। এর সপক্ষে প্রমাণ রয়ছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদসিতে তিনি বলনে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু টি কবররে পাশ দিয়ে যাচ্ছলিনে। তখন তিনি বললনে নশ্চয় এ দু জনকে শাস্তি দয়ো হচ্ছহে। তবহে কোন কবরী গুনাহর কারণে তাদরেকে শাস্তি দয়ো হচ্ছহে না। তাদরে একজন চোখলখুরী করে বড়োত। অপরজন পশোব থেকে নজিকে পবত্রি রাখত না...।” [সহহি মুসলমি (২৯২)]

দ্বিতীয় স্থান: পোশাক। এর সপক্ষে প্রমাণ রয়ছে আসমা বনিতহে আবু বকর (রাঃ) এর হাদসিতে তিনি বলনে: “একবার এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছহে এসহে বলল: আমাদরে কডে যখন তার পোশাকে হায়গেগ্রস্ত হয় তখন সহে ক কববে; সহে ব্যাপারে অবহতি করুন। তিনি বললনে: খসহে ফলে দবিহে। এরপর পানি দিয়ে ঘষহে ধুয়ে ফলেবে এবং তাতে নামায পড়বে।” [সহহি বুখারী (২২৭)]

তৃতীয় স্থান: নামায পড়ার স্থান। এর সপক্ষে প্রমাণ রয়ছে আনাস বনি মালকি (রাঃ) এর হাদসিতে তিনি বলনে: “একবার এক বদুঈন এসহে মসজদিরে এক প্রান্তহে পশোব করে দলি। লোকরো তাকে ধমকালহে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরেকে নষিধে করলনে। যখন সহে পশোব শমহে করল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় এক বালতি পানি



আনার ও পশোবরে উপর ঢলে দেয়ার নর্দশে দলনে।”[সহহি বুখারী]

পঞ্চম শরত: ক্ববিলা অভমুখী হওয়া। তাই য়ে ব্যক্ত স্কষমতা থাকা সত্বেও কোন ফরয নামায ক্ববিলার দকি ব্যতীত অন্যদকিে ফরিে পড়বে তার নামায আলমেদরে ইজমার ভত্িততিে বাতলি। যহেতে আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “সুতরাং আপনি আপনার চহোরােকে মসজদিে হারামরে দকিে ফরোন। তোমরা যখনহেই থাক না কনে তোমাদরে চহোরাগুলোকে মসজদিে হারামরে দকিে ফরোও।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৪৪]

এবং নামায অসঠকিভাবে আদায়কারী ব্যক্তকিে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “এরপর তুমি ক্ববিলামুখী হবে এবং তাকবীর দবিে।”[সহহি বুখারী (৬৬৬৭)]

আরও জানতে দেখুন: 65853 নং প্রশ্নোত্তর।

ষষ্ঠ শরত: নয়িত করা। য়ে ব্যক্ত নয়িত ছাড়া নামায পড়ল; তার নামায বাতলি। দললি হচ্ছে উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) এর বরণতি হাদসি: “সকল আমল নয়িত দ্বারা মূল্যায়তি হয়। প্রত্যকে ব্যক্ত যি নয়িত করে সেটাই তার পাপ্য।” আল্লাহ্ তাআলা নয়িতহীন কোন আমল কবুল করনে না।

উপরোল্লখেতি শরতগুলো নামাযরে সাথে খাস। এগুলোর সাথে প্রত্যকে ইবাদত শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাধারণ শরতগুলোও যোগে করতে হবে। সেগুলো হল: ইসলাম, বুদ্ধমিত্তা ও বুঝবান হওয়া।

সুতরাং পূর্বকোক্ত আলোচনার প্রকেষতিে নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শরত নয়টি। এজমালভাবে সেগুলো হচ্ছে: ইসলাম, আকল, বুঝবান হওয়া, অপবত্রিতা দূর করা, নাপাকি দূর করা, সতর ঢাকা, ওয়াক্ত প্রবশে করা, ক্ববিলামুখী হওয়া এবং নয়িত করা।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।